



ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা

শাহজাদা এম আকরাম

১৪ অক্টোবর ২০১২

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- **আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদের ভূমিকা** - আইন প্রণয়ন, সরকারের নির্বাহী বিভাগের কাজ পর্যবেক্ষণ বা তদারকি করে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, জনগণের প্রতিনিধিত্ব, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া
- **সংসদ প্রত্যাশিতভাবে কার্যকর না হওয়া** - কোরাম সংকট, বিরোধী দলের সংসদ বর্জন, সরকারি দলের সদস্যদের সংসদে আসার প্রতি অনীহা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা না হওয়া, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর অনিয়মিত বৈঠক, সরকারের কর্মকাণ্ড তদারকিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারা (টিআইবি, ২০০৮ ও ২০১২)
- **বিরোধী দলের অব্যাহত সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব**
- **সংসদ সদস্যদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা** - সরকারকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করা, সংসদে এলাকার সমস্যা তুলে ধরা, সংসদে নিয়মিত উপস্থিতি, স্থানীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নে ভূমিকা, ব্যক্তিগত পর্যায়ে সহায়তা
 - **যে ভূমিকা প্রত্যাশিত নয়** - প্রকল্প বাস্তবায়নে হস্তক্ষেপ, স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন (টিআইবি, ২০০৮)

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- **সংসদ কার্যকর করার জন্য প্রধান সরকারি ও বিরোধী দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি**
 - জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার, সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন
- **সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন আইন-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড ও অনিয়ম - প্রকাশিত**
 - সংবাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী (জানুয়ারি ২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত)
 - নবম সংসদের ১৮১ জন সদস্যের (সংসদ সদস্যদের ৫১.৭%) বিভিন্ন নেতিবাচক কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ; এর মধ্যে বিরোধী দলের সদস্য ৫.৯%, নারী সদস্য ১১.৭% (সকল নারী সংসদ সদস্যের ২৬.১%), সংরক্ষিত আসনের নয় জন
- **সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর গবেষণার অপ্রতুলতা** - গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা
- **গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে টিআইবি'র ধারাবাহিক গবেষণার অংশ হিসেবে সংসদ সদস্যদের ওপর বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ**

কার্যপত্রের উদ্দেশ্য

নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের সংসদ ও সংসদের বাইরের ইতিবাচক ও নেতিবাচক কার্যক্রম ও এর ধরন পর্যালোচনা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

১. সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনি কাঠামো ও এর সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা
 ২. সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক কার্যক্রম চিহ্নিত করা
 ৩. সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত নেতিবাচক কার্যক্রম ও এর কারণ পর্যালোচনা করা
- উপস্থাপিত তথ্য নবম সংসদের সব সদস্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম
 - প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র বিশ্লেষণমূলক, ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তদন্তমূলক নয়

গবেষণা পদ্ধতি

- প্রাথমিক ও পরোক্ষ তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত
- সংসদে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত কার্যক্রম পর্যালোচনা - টিআইবি'র 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' গবেষণা থেকে তথ্য ব্যবহার
- সংসদের বাইরের কার্যক্রম পর্যালোচনা - দেশের সাতটি বিভাগের ৪২টি জেলায় ৪৪টি দলগত আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ
 - স্থানীয় পর্যায়ে দল-নিরপেক্ষ এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে দলগত আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্যের ওপর তথ্য সংগ্রহ
 - অংশগ্রহণকারী - মোট ৬০০ জন; স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবী, এবং গণমাধ্যম কর্মী
 - আলোচকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তথ্য ও মতামত গ্রহণ
 - কোন আসনগুলোর সদস্যদের ওপর আলোচনা হবে তা সংশ্লিষ্ট আলোচকদের দ্বারা নির্ধারণ
 - যেসব সংসদ সদস্যের ওপর কোনো তথ্য আলোচকদের কাছে ছিল না, গবেষণার বিশ্লেষণে সেসব সংসদ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি
 - মোট ১৪৯টি আসনের সংসদ সদস্যদের নিয়ে আলোচনা

গবেষণা পদ্ধতি

তথ্যের উৎস

■ প্রাথমিক তথ্য

- ৪৪টি দলগত আলোচনা - মোট আলোচক ৬০০ জন

■ পরোক্ষ তথ্য

- বাংলাদেশের সংবিধান, সংসদ সদস্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি
- সংসদ ও সংসদ সদস্য সংক্রান্ত গ্রন্থ, প্রকাশিত ও চলমান গবেষণা
- টিআইবি'র গবেষণা - পার্লামেন্ট ওয়াচ
- সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ

গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের সময়

- নবম সংসদের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত
- দলগত আলোচনা আয়োজন: জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১২

সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনি কাঠামো

- **বাংলাদেশের সংবিধান** - সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, আসন শূন্য হওয়া, দ্বৈত সদস্যতায় বিধিনিষেধ, সংরক্ষিত আসন, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন, কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম, সংসদের স্থায়ী কমিটি, ন্যায়পাল, সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি, আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া, অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা
- **গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ ও এর সংশোধনী** - সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী হিসেবে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা, ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্যপদ বাতিল হওয়া
- **সংসদীয় কার্যপ্রণালী-বিধি** - সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রক্রিয়া ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা
- **সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আইন**

অর্পিত প্রশাসনিক দায়িত্ব

- জেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন, এবং পরিষদের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে পরামর্শ দেওয়া
- উপজেলায় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য উপজেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি এবং অন্যান্য কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন - সংসদ সদস্যের পরামর্শ মানতে উপজেলা পরিষদ বাধ্য
- নির্বাচনী এলাকার জন্য বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ - ১৫ কোটি টাকা করে মোট ৪,৬৯১ কোটি টাকা; ‘অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প’ এর অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য; সংসদ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাছাই, গ্রহণ ও উপ-বরাদ্দ
- স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে ভূমিকা
- জেলা সদর হাসপাতালের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন

আইনগত সীমাবদ্ধতা

- **আর্থিক তথ্য (আয়, ব্যয়, সম্পদের বিবরণী)** - সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়; কালোটাকা সাদা করেছেন কিনা এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়
- **স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ** - সুনির্দিষ্ট আইন নেই
- **ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ** - সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর বাধ্যতামূলক নয়
- **নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব** - দাখিলকৃত হিসাব যাচাই-বাছাইয়ের বাধ্যবাধকতা ও ব্যবস্থা নেই
- **নির্বাচনী আচরণ বিধি** - শাস্তির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতার অভাব
- **সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি** - নেই

আইনগত সীমাবদ্ধতা

- **উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের এখতিয়ার** - নির্বাচনী এলাকায় ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ, এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়নের জন্য এটি প্রতিবন্ধক
- **সংসদে অংশগ্রহণ** - সংসদ অধিবেশনে ৮৯ কার্যদিবস পর্যন্ত অনুপস্থিতি অনুমোদিত; স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই
- **দলের কাছে জবাবদিহিতা** - সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে জনস্বার্থ-বিরোধী আইন পাসের বিরোধিতা করা বা নিজের দলের সমালোচনা করা সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের পক্ষে সম্ভব হয় না
- **জনগণের কাছে জবাবদিহিতা** - পাঁচ বছর পর নির্বাচন ছাড়া জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই

সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (প্রথম - সপ্তম অধিবেশন)

■ অধিবেশনে উপস্থিতি

- গড় উপস্থিতি ৬৭%
- সরকারি দলের ৫১% এর ৭৫% এর বেশি কার্যদিবসে উপস্থিতি
- কোরাম সংকট ৭,৭৮৫ মিনিট (আর্থিক মূল্য ৩২ কোটি ৬৯ লাখ টাকা)
- বিরোধী দলের সব সদস্যের ২৫% এর কম কার্যদিবসে উপস্থিতি
- বিরোধী দলের সংসদ বর্জন (মোট কার্যদিবসের ৭৮%)

■ আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ

- মোট সময়ের ৯.২% ব্যয়
- এর ২৭% সময় ব্যয় বিভিন্ন বিলের ওপর আপত্তি ও সংশোধনী নিয়ে আলোচনা
- বিলের ওপর সরকারি দলের সদস্যদের আপত্তি ও সংশোধনী প্রস্তাব দিতে আত্মহের অভাব
- সংসদ বর্জনের কারণে এই প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের ন্যূনতম অংশগ্রহণ

সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (প্রথম - সপ্তম অধিবেশন)

■ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব

- ২৩.৮% সময় ব্যয়
- বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ ও জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সমালোচনা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সমস্যা, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের সংসদে অনুপস্থিতি
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা না হওয়া
- বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত কম - একই সদস্যের বেশি অংশগ্রহণ, অনেক সদস্যের অংশগ্রহণ না থাকা
- অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা - নিজ দলের নেতার প্রশংসা ও বিরোধী দলের নেতার সমালোচনা
- অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা ব্যবহার

■ স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণ

- কমিটির বৈঠকে বিরোধী দলের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

সংসদের বাইরের কার্যক্রম

- ৪২টি জেলার ১৪৯টি আসনের সংসদ সদস্যদের ওপর তথ্য সংগ্রহ - সংসদ সদস্যদের ওপর সাধারণ বা প্রচলিত ধারণা বা গুজবের ভিত্তিতে নয়, বরং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তথ্য ও মতামত গ্রহণ
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদ সদস্যদের ধরন (N = ১৪৯)
 - নারী সংসদ সদস্য আটজন (৫.৪%); পুরুষ সদস্য ১৪১ জন (৯৪.৬%)
 - সরকারদলীয় ১৩৬ জন (৯১.৩%); বিরোধীদলীয় ১৩ জন (৮.৭%)
 - মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী ২৭ জন (১৮.১%)

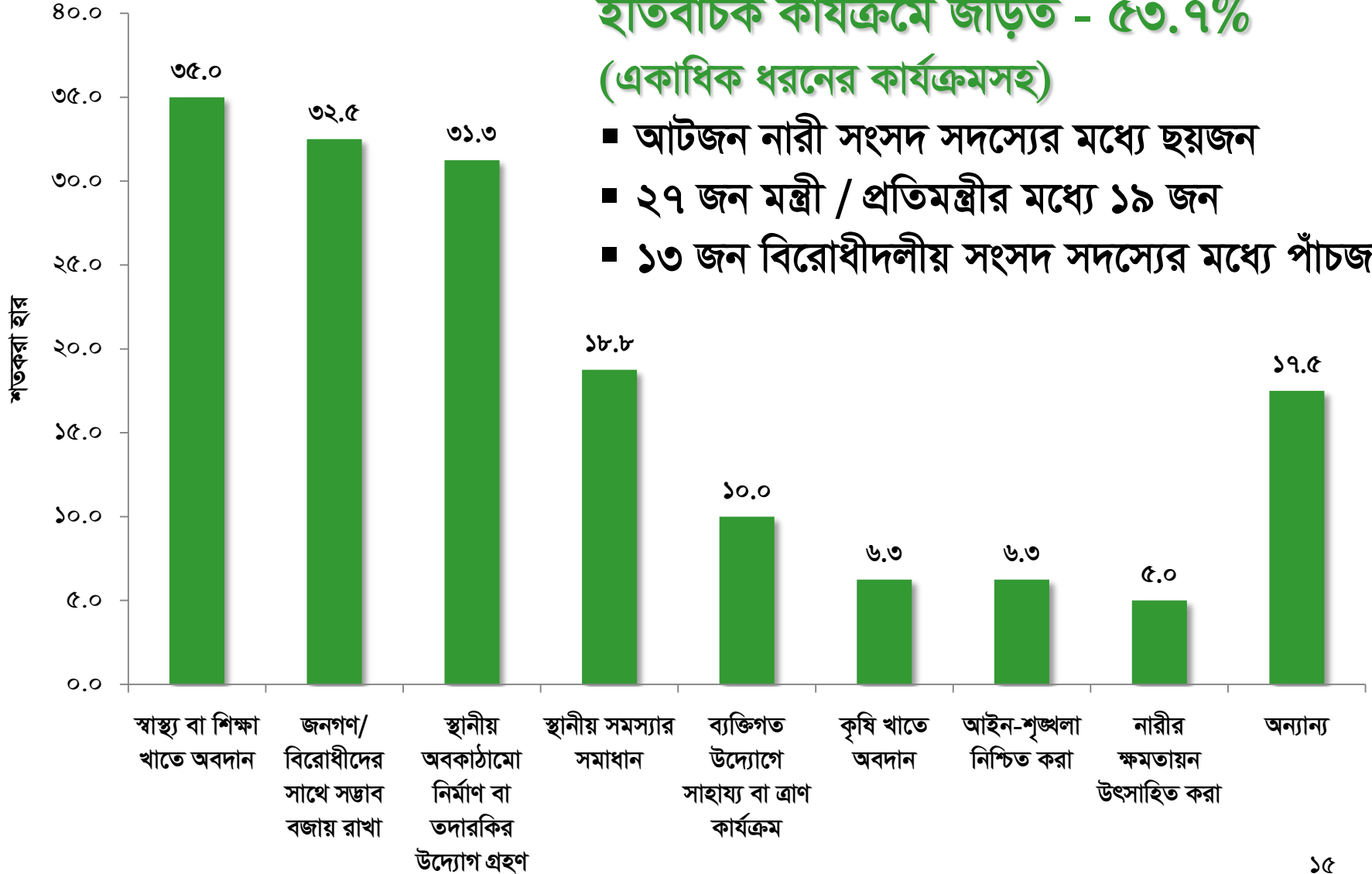
ইতিবাচক কার্যক্রম

- **স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অবদান** - নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, ভূমি বরাদ্দ, অনুদান বরাদ্দ, বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ, চরাঞ্চলে চিকিৎসা সেবা, নতুন কোর্স চালু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ (এমপিওভুক্তি)
- **স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণ বা তদারকি** - রাস্তা, সেতু নির্মাণ বা সংস্কার প্রকল্প অনুমোদন, তদারকি, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রেলসড়ক উন্নয়ন
- **স্থানীয় সমস্যা সমাধান** - উপকূলীয় এলাকায় জলদস্যু নিয়ন্ত্রণ, লবণাক্ততা দূর করা, নদী ভাঙ্গন রোধ, চরমপন্থী দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, পাটকল চালু, হাওর এলাকায় ডুবন্ত রাস্তা তৈরির উদ্যোগ, মজাপীড়িত এলাকার মজা দূর করা
- **অন্যান্য কার্যক্রম** - সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, পরিবেশ রক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, বন্যা ও দুর্যোগপীড়িতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ
- একজন সংসদ সদস্যের নির্বাচনী এলাকায় 'নাগরিক সনদ' স্থাপন; প্রত্যাশা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে না পারার জন্য সংসদ থেকে পদত্যাগ
- হাসপাতালে ওষুধ চুরির পেছনে ডাক্তার-কর্মীর যোগসাজশ উদঘাটন

ইতিবাচক কার্যক্রম

ইতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত - ৫৩.৭%
(একাধিক ধরনের কার্যক্রমসহ)

- আটজন নারী সংসদ সদস্যের মধ্যে ছয়জন
- ২৭ জন মন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে ১৯ জন
- ১৩ জন বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যের মধ্যে পাঁচজন



নেতিবাচক কার্যক্রম

■ প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রভাব সৃষ্টি

- স্থানীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ
- জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ - রংপুর মেডিকেল কলেজ, মৎস্য অধিদপ্তর, কাফকো, প্রাথমিক শিক্ষক
- খুব কম ক্ষেত্রে মামলা দায়ের; পাল্টা মামলা
- সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের চাপে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বদলি ও প্রত্যাহার

■ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটি নিয়ন্ত্রণ, নিজের পছন্দের সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি
- শিক্ষক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ, কমিশনের বিনিময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও-ভুক্তি, অর্থের বিনিময়ে চাকরি
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ অপব্যবহার, বরাদ্দ পেতে দুর্নীতি
- শিক্ষক লাঞ্ছনা

নেতিবাচক কার্যক্রম

■ উন্নয়ন বরাদ্দের অপব্যবহার

- ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবহার বা তদারকি না করা
- স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুবিধা নেওয়া
- স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলের নেতা-কর্মীদের প্রাধান্য দেওয়া
- স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে কমিশন আদায় - উন্নয়ন বরাদ্দ অপব্যবহারকারী সংসদ সদস্যদের ৭৮.৭%; কমিশনের হার কমপক্ষে ৫%
- ‘বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ’ থেকে ভুয়া প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ - অস্তিত্বহীন বাঁধ পুনর্নির্মাণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংস্কার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মসজিদ, মন্দির, শ্মশান, কবরস্থান, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, পূজামণ্ডপ, গীর্জা) সংস্কার, রাস্তা পুনর্নির্মাণ
- প্রকল্প অনুমোদন ও তদারকিতে প্রভাব সৃষ্টি
- টিআর, কাবিখা ও কাবিটা বিতরণ, ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম

নেতিবাচক কার্যক্রম

■ অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত হওয়া বা সমর্থন করা

- সদস্যদের ৫৩.৫% নিজেই বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত
- প্রায় সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় নেতা-কর্মীরা এসব অপরাধের সাথে জড়িত
- অপরাধমূলক কার্যক্রমের ধরন
 - হত্যা
 - দখল - সরকারি খাস জমি, নদী, খাল, জলমহাল, পুকুর
 - চাঁদাবাজি
 - টেন্ডারবাজি
 - প্রতারণা
- ২৪.১% সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মামলা করার সাহস না পাওয়া, অথবা সংসদ সদস্যদের অনুমতি ছাড়া থানায় মামলা না নেওয়া

নেতিবাচক কার্যক্রম

■ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার

- সংসদ সদস্যের ৭১.৭%-এর হয় নিজের অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান; অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে ঠিকাদারি ব্যবসা পরিচালনা
- প্রতিষ্ঠান - পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সওজ, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
- রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রকল্প অনুমোদন
- প্রায় ৮৯% ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সংসদ সদস্য নিজে বা তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা দলের নেতা-কর্মীর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ
 - দরপত্র কিনতে বা জমা দিতে বাধা দেওয়া
 - সমঝোতার মাধ্যমে কাজ বণ্টন
 - কমিশনের বিনিময়ে কার্যাদেশ প্রদান

নেতিবাচক কার্যক্রম

■ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন

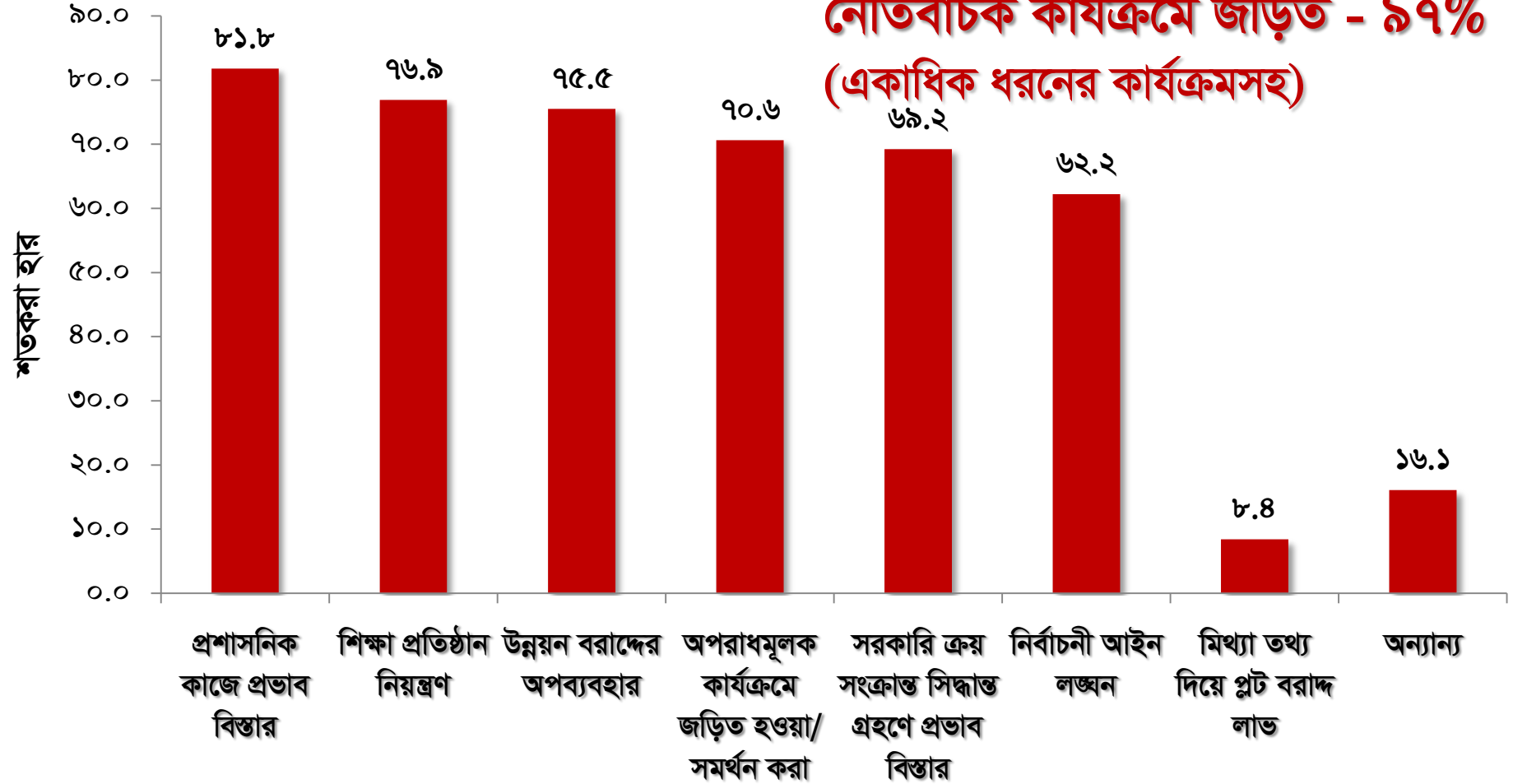
- সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার
 - প্রার্থীকে মৌখিকভাবে মনোনয়ন দেওয়া
 - দলীয়ভাবে সমর্থন
 - অর্থের বিনিময়ে সমর্থন
 - নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করা

■ মিথ্যা তথ্য দিয়ে বা তথ্য গোপন করে প্লট বরাদ্দ লাভ

- ঢাকা শহরে নিজের বা স্ত্রীর নামে এক বা একাধিক জমি বা ফ্ল্যাট থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা হলফনামার ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দ প্রাপ্তি
- উত্তরা সম্প্রসারিত তৃতীয় প্রকল্প এবং পূর্বাচল উপশহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দ

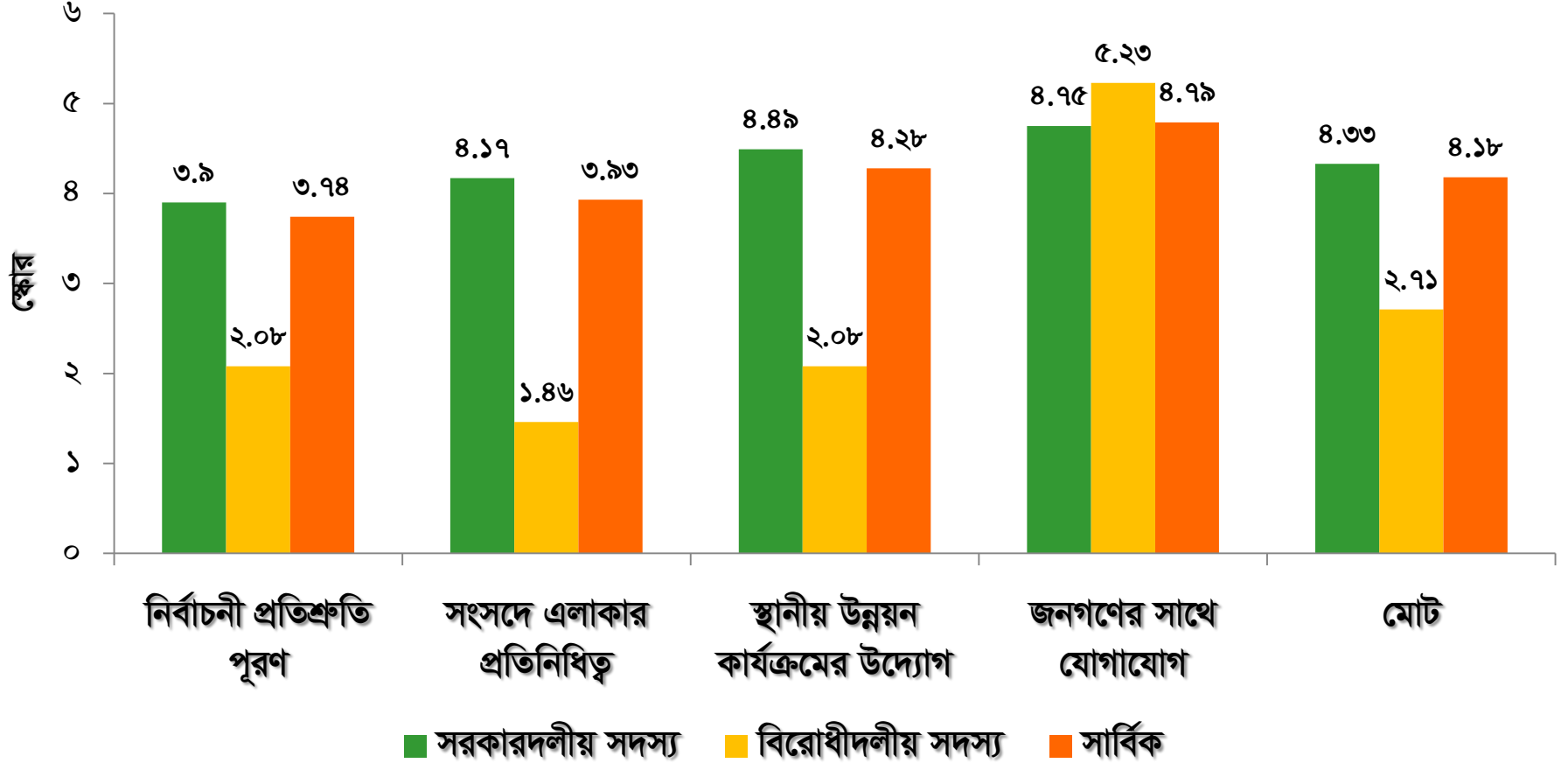
নেতিবাচক কার্যক্রম

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত - ৯৭%
 (একাধিক ধরনের কার্যক্রমসহ)



- আটজন নারী সংসদ সদস্যের মধ্যে সাতজন
- ২৭ জন মন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রীর সবাই
- ১৩ জন বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যের মধ্যে ১২ জন

সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্টির মাত্রা (স্কোর সর্বনিম্ন ১ থেকে সর্বোচ্চ ১০ ধরে)



- ৬৮.৪৫% সংসদ সদস্যের স্কোর ৫-এর নিচে
- মাত্র ৩.৩৬% সংসদ সদস্যের স্কোর ৭.৬ বা তার বেশি

সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ

■ ‘সংসদ সদস্যপদ’কে আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহার

- ‘সংসদ সদস্যপদ’কে একটি লাভজনক আয়ের উৎস হিসেবে গণ্য করা
- নবম সংসদ নির্বাচনের আগের সাত বছর রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে থাকা দলীয় নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে পরবর্তী নির্বাচনে সমর্থনের জন্য বিনিয়োগ হিসেবে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে দলীয় নেতা-কর্মীদের সম্পৃক্ত করা

■ কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে শুধু দলের কাছে দায়বদ্ধতা
- বিভিন্ন আর্থিক (আয়-ব্যয়, সম্পদ, আয়কর, ঋণ, অপ্রদর্শিত অর্থ) ও অন্যান্য তথ্য (মামলা, উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবহার) প্রকাশের কোনো আইনি বিধান না থাকা
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ততার আইনগত ভিত্তি
- সদস্যপদ বাতিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারের অস্পষ্টতা
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ট্রেজারি বেঞ্চার একচ্ছত্র আধিপত্য
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে কার্যকর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে সুযোগের অভাব

সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ

- **দলীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অনুপস্থিতি**
 - দলের সমালোচনার জন্য দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে অসহনশীল আচরণ - তিরস্কার, দল থেকে বহিস্কার
 - সিদ্ধান্ত গ্রহণে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আধিপত্য
 - অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার অনুপস্থিতি - স্থানীয় পর্যায়ে দীর্ঘদিন কমিটি না হওয়া, সম্মেলন না হওয়া, পরবর্তী নেতৃত্ব তৈরি না হওয়া
 - ‘বিজয়ীরাই সবকিছু ভোগ করবে’ এমন মানসিকতা
 - নির্বাচনে জয়ের জন্য প্রয়োজনে যেকোনো ধরনের উপায় গ্রহণ - যথেষ্ট প্রচারণা ও এর জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়, ভোট কেনা, ভোটদানে বাধা দান, সহিংসতা
- **‘শান্তি না হওয়ার সংস্কৃতি’র বিকাশ**
 - নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িত সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া



সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ

- ও স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে দলের নেতা-কর্মীদের সম্পৃক্ত করা
- ও পরবর্তী নির্বাচনের জন্য বিনিয়োগ

‘সংসদ সদস্যপদ’কে আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহার

- ও দলের কাছে দায়বদ্ধতা
- ও তথ্য প্রকাশে বাধ্য না থাকা
- ও কার্যকর ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার অভাব
- ও অর্পিত প্রশাসনিক দায়িত্ব

কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

‘শান্তি না হওয়া’র সংস্কৃতির বিকাশ

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অনুপস্থিতি

- ও সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া
- ও আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে বলা

- ও কমিটি না হওয়া
- ও সম্মেলন না হওয়া
- ও বিরোধী দলের প্রতি অসহনশীল মনোভাব

ক. সংসদে কার্যকর অংশগ্রহণ বাড়ানো

১. সংসদ সদস্যদের স্থানীয় প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ভূমিকা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা এবং এ বিষয়ে সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন করা
২. নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়া সংসদ সদস্যদের সংসদে সর্বোচ্চ ৩০ দিন এবং একটানা সাতদিনের বেশি অনুপস্থিত থাকা নিষিদ্ধ করা
৩. বিরোধী দলের কার্যকর এবং ন্যায্যভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
 - বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন - নিজ দল থেকে পদত্যাগ
 - সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্তত ৫০% সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন
৪. নিজ দল থেকে স্পিকারের পদত্যাগ
৫. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন - অনাস্থা প্রস্তাব, জাতীয় বাজেট, এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু বিষয় ছাড়া অন্যান্য যেকোনো বিষয়ে দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ

সুপারিশ

খ. নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা

৬. জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ‘আচরণ বিধি’ বিল আইনে পরিণত করা
৭. সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া
 - সংসদ সদস্যের নিজ রাজনৈতিক দল থেকেও শক্তিশালী ভূমিকা
 - বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সংসদ সদস্যদের দল থেকে বহিষ্কার
 - পরবর্তী নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার ঘোষণা
 - প্রত্যাশিত পর্যায়ে কাজ না করার জন্য সংসদ সদস্যকে প্রত্যাহার, গণভোট, বা বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা করার বিধান
৮. সংসদ সদস্যদের আর্থিক ও অন্যান্য তথ্য নিয়মিতভাবে প্রকাশ - সংসদ অধিবেশন ও সংসদীয় কমিটিতে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে প্রকাশ
৯. সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা - নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রার্থীদের সম্পর্কে তুলনামূলক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার
১০. স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত ‘জনগণের মুখোমুখি’ অনুষ্ঠান - সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

ধন্যবাদ